ই-অগ্রণী দর্পণ

৩য় বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা।। অক্টোবর ডিসেম্বর ২০২১

মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

করোনার প্রণোদনা বিতরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশংসাপত্র পেল অগ্রণী ব্যাংক

দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের CSR- এর অর্থ বিতরণ

১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা: অগ্রণী ব্যাংকের সম্পদ বেড়েছে ২৮ শতাংশ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation
www.agranibank.org

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান

ড. জায়েদ বখ্‌ত

পরিচালক

মফিজ উদ্দীন আহমেদ
কাশেম হুমায়ূন
কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
খোন্দকার ফজলে রশিদ
তানজিনা ইসমাইল
মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

ই-অগ্রণী দর্পণ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা

মো. রফিকুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. হাবিবুর রহমান গাজী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আনোয়ারুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. মনিরুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাব্যবস্থাপকগণ

মো. মনোয়ার হোসেন
ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন
মো. আখতারুল আলম
মো. সামছুল হক
শামীম উদ্দিন আহমেদ
মো. শামছুল আলম
একেএম ফজলুল হক
মো. আবুল বাশার
মো. নূরুল হুদা
মোহম্মদ ফজলুল করিম
মো. মোজাম্মেল হোসেন
মো. গোলাম কিবরিয়া
এনামুল মাওলা
একেএম শামীম রেজা
মো. ফজলে খোদা
বাহারে আলম
মো. আমিনুল হক
মো. আশেক এলাহী
রূবানা পারভীন

সম্পাদকীয় পরামর্শক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব.)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক
বিএসইউসিডি

জাকির হোসেন
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারি সম্পাদক

মো. সোহান মন্ডল
মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
জি.এম. রাকিবুল হাসান
পারভীন আক্তার
এসএম আল-আমিন
মো. মাহমুদুল হক
সুদীপ্ত জোয়ার্দার
ইসরাত ইরিন
শাহনাজ রহমান মুক্তা

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩), ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০।
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫, ই-মেইল ssc@agranibank.org

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫
বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	
মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন	৬
অগ্রণী পরিক্রমা	
করোনার প্রণোদনা বিতরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশংসাপত্র পেল অগ্রণী ব্যাংক	৭
শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন	৭
দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের CSR –এর অর্থ বিতরণ	৮
বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করতে হবে : মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম	৮
ডকুমেন্ট পরীক্ষণ ব্যবস্থা উদ্বোধন	৯
যশোর অঞ্চলে ঋণ বিতরণ ও খেলাপী ঋণ আদায়	৯
রাজশাহী বিভাগে ঋণ বিতরণ	১০
বগুড়া অঞ্চলে প্রণোদনা ঋণ বিতরণ	১০
কুমিল্লা অঞ্চলে প্রণোদনা ঋণ প্রদান	১১
চট্টগ্রামে স্পট ঋণ বিতরণ	১১
সিলেটের তামাবিলের গ্রাহকদের মাঝে যানবাহন ঋণ বিতরণ	১১
আইবিবি-র প্রশাসন ও অর্থ কমিটির সভা	১২
বরিশাল সার্কেলে কৃষি ঋণ বিতরণ	১২
অগ্রণী ব্যাংকের দু'টি নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন আগারগাও এ পরিবেশ ভবন শাখা যশোরে মেডিকেল কলেজ শাখা	১২
ঢাকার নিকেতনে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন	১৩
সভা ও সম্মেলন	
১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা: অগ্রণী ব্যাংকের সম্পদ বেড়েছে ২৮ শতাংশ	১৩
অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৮২তম পর্ষদ সভা	১৪
দিনাজপুরে শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন	১৪
পদোন্নতি	
অগ্রণী ব্যাংকে ৩জন নতুন ডিএমডি	১৫
জিএম পদে ২জনের পদোন্নতি	১৫
ডিজিএম পদে ৭জনের পদোন্নতি	১৫
এজিএম পদে ২১জনের পদোন্নতি	১৫
কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রেডে ৪২৭জনের পদোন্নতি	১৫
বিভিন্ন গ্রেডে ২৫৬জন কর্মচারীর পদোন্নতি	১৫
চুক্তি	
কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অগ্রণী ব্যাংকের নেতৃত্বে সর্ববৃহৎ সিন্ডিকেট ঋণ	১৬
অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর ও মানিগ্রাম এর মধ্যে চুক্তি	১৬
ট্রেনিং ও কর্মশালা	
অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৭
খুলনায় কর্মশালা	১৭
রংপুরে সিআইবি অনলাইন রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৭
শোক সংবাদ	
অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন যেসব কর্মরত অগ্রণীয়ান	১৮
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
চতুর্দশপদী কবিতা	১৯
এক টুকরো মুক্তিযুদ্ধ	১৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	
নোবেল পুরস্কার ২০২১	২০
স্মৃতির আরকাইভস	
স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে	২১
ফটো গ্যালারি	২২

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতি এখন পালন করছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ের ৫০ বছর। বাঙালির চিরদিনের গৌরব-গাঁথা, অসমসাহস, বীরত্ব ও আত্মদানের মহিমা অর্জনকে বিশেষভাবে স্মরণের বছর। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধের শেষে ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বীর বাঙালি। এই দিনটিতে ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হানাদার পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী অবনত মস্তকে বাঙালি যোদ্ধাদের পায়ের কাছে অস্ত্র নামিয়ে রেখে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। এই উদ্যান থেকেই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চে তার কালজয়ী ভাষণে দখলদারদের বিরুদ্ধে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে জাতিকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

যুগ যুগ ধরে শাসন ও শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি একটি দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তারা বহুকাল ধরে মুক্তির স্বপ্ন লালন করে এসেছে। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি লাভ করে তার সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ত্রিশ লাখ বীর শহীদের রক্তস্রোত, স্বামী-সন্তানহারা লাখো নারীর অশ্রুধারা, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের অমূল্য জীবন আর বীরাঙ্গণাদের সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয়। ৫০ বছর আগে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছিল আত্মপরিচয়ের এক গৌরবদীপ্ত নতুন ঠিকানা। ১৯৭১-এ যে দৃঢ়তায় ছিনিয়ে আনা হয়েছিল বিজয়, দেশমাতৃকা রক্ষায় সেই দীপ্ত পদচারণার কুচকাওয়াজ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে।

জাতি এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত পদক্ষেপে। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মার্কিন ১৩৪ ডলার। আজ ২০২১ সালে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার। ১৯৭৩ সালে বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা নভেম্বর ২০২১- এ দাঁড়িয়েছে ৪৪,৮৮১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। গত পঞ্চাশ বছরে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের চেয়ে আজ ২০২১ সালে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমগ্র বিশ্বকেই নয়, বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকেও বিস্মিত করেছে। আমাদের দেশের কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীরা নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে উচ্চ ফলনশীল এবং উপকূলে আবাদযোগ্য ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এগুলো আজ আমাদের জন্য সম্পদ; পৃথিবীর জন্যেও সম্পদ। বাংলাদেশ আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ৯২তম দেশ অথচ ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে সপ্তম।

২০২১ সালে বাংলাদেশের অর্জনের বড় মাইলফলক হলো স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে চূড়ান্ত উত্তরণের সুপারিশ লাভ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) ২০১৮ সালে প্রাথমিক সুপারিশের পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে চূড়ান্ত এই সুপারিশ করে। ২০২১ সালে বাংলাদেশই একমাত্র এলডিসি যে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভংগুরতা এই তিনটি সূচকেই যথাযথ মান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে উন্নয়নের রোল মডেল।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোসহ মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যাংক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সামিল হন এই উৎসবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। পরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ব্যানার স্থাপন, জুম ওয়েবিনারে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি' শীর্ষক আলোচনা সভা হয়। নতুন প্রজন্মসহ সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনায় দেশব্যাপী শপথ অনুষ্ঠানে ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংকের সকল সার্কেল, অঞ্চল ও শাখাগুলোতেও বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষুধার্ত, বিপদগ্রস্ত, দরিদ্র, কর্মহীন, ছিন্নমূল, বস্তিবাসী ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর খাত থেকে অগ্রণী ব্যাংক অর্থ বিতরণ করেছে। বিশেষ এই সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনায় ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যাংকের ৩৬টি কর্পোরেট সহ ১১টি সার্কেলের ৯৬০টি শাখার মাধ্যমে মহান বিজয়ের মাসে উপকারভোগীদের হাতে সরাসরি বিতরণ করা হয়।

পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর উদ্দীপক নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংক অবিরাম এগিয়ে চলেছে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের দিকনির্দেশনায় ব্যাংকের উন্নয়নকল্পে আত্মনিয়োগ করছেন। ব্যাংকিং সেক্টরের ডকুমেন্ট পরীক্ষণ ব্যবস্থা (ডিভিএস) অগ্রণী ব্যাংকেও উদ্বোধন করা হয়েছে। এ পদ্ধতির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ঋণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সঠিক অডিট রিপোর্টের মাধ্যমে জালিয়াতি প্রতিরোধসহ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিটি সার্কেলে প্রণোদনা ঋণ বিতরণ ও খেলাপী ঋণ আদায় করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে প্রায় ৯০১ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে অগ্রণী ব্যাংক। গেল ২০২১ সালে আমানত, ঋণ ও অগ্রিম, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স, মুনাফাসহ সকল প্যারামিটারে অগ্রণী ব্যাংক দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করে চলেছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে বিভিন্ন ব্যাধি এবং দুর্ঘটনায় ইহকাল ত্যাগ করেছেন বর্তমান ও প্রাক্তন অনেক অগ্রণীয়ান যার মধ্যে ৮জন ছিলেন কর্মরত। তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 'ই-অগ্রণী দর্পণ' অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় যাদের লেখা রয়েছে এবং অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য যারা সহযোগিতা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। ই-অগ্রণী দর্পণ পাঠকদেরকে জানাই ২০২২ খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

স্বাধীনতা, মানচিত্র আর লাল সবুজের পতাকা বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন। তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে সামিল হয়েছে গোটা জাতি। পঞ্চাশ বছর আগে যে দৃঢ়তায় ছিনিয়ে আনা হয়েছিল বিজয়,দেশমাতৃকা রক্ষায় সেই দীপ্ত পদচারণার কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে। এই রাষ্ট্রীয় আয়োজনের পাশাপাশি একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোসহ মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যাংকে ব্যাপক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সামিল হন এই উৎসবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। পরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এসময় পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. হাবিবুর রহমান গাজী ও মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকগণ সহ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ এবং অগ্রণী ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সকালে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে শহীদ জাফর চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম।

দিবসটি উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ে দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ব্যানার স্থাপন করা হয়। দুপুরে জুম ওয়েবিনারে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ড. জায়েদ বখ্‌ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশনেন পর্ষদ সদস্য মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল ও মো. শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক একেএম ফজলুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম , হাবিবুর রহমান গাজী , মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম। সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, নির্বাহীগণ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দসহ সকল সার্কেল, অঞ্চল, শাখার ব্যবস্থাপকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। বিকেলে নতুন প্রজন্মসহ দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনায় দেশব্যাপী শপথ অনুষ্ঠানে সরকারের প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের মূল ভবন আলোকসজ্জিত করা হয়। জাতীয় পতাকা সহ ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায় ব্যাংকের আঙিনায়। শোনানো হয় বঙ্গবন্ধুর রেকর্ড করা অবিনাশী ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধের গান। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্মিলিত উদ্যোগে জাতীয় পত্রিকাসমূহে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

আলোকসজ্জিত অগ্রণী ব্যাংক ভবন

ফেস্টুন

অগ্রণী পরিক্রমা

করোনার প্রণোদনা বিতরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশংসাপত্র পেল অগ্রণী ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন

বৈশ্বিক মহামারি করোনার বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসা পুনরুজ্জীবিতকরণে সরকার ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ শতভাগের বেশি বিতরণ করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশংসাপত্র লাভ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম মিলনায়তনে ব্যাংকার্স সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গর্ভনর ফজলে কবির অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে প্রশংসাপত্রটি তুলে দেন। প্রণোদনা প্যাকেজের শতভাগের বেশি বিরতণ করায় রাষ্ট্র মালিকাধীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সভায় গভর্নর অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করে আরও এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পদ্মা সেতুতে বৈদেশিক মুদ্রার একক যোগানদাতা, সবুজ অর্থায়নে প্রথমসহ অগ্রণী ব্যাংককে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তার সহযোগিতার কথা পুর্নব্যক্ত করেন।

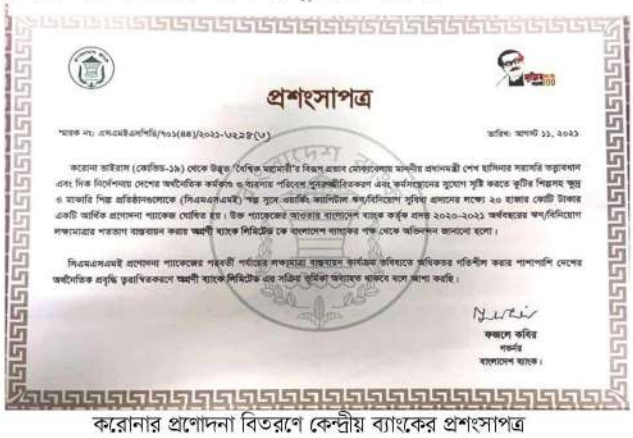
প্রশংসাপত্র

করোনার প্রণোদনা বিতরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশংসাপত্র

শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে জুম ওয়েবিনারে অগ্রণী ব্যাংক আয়োজিত আলোচনা সভার একাংশ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৮ তম জন্মদিন দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর দিনটিকে প্রথম বারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ রাসেল দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এদিন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। ১৮ অক্টোবর পর্ষদ সভায় দোয়া, ঢাকার মানিকনগরে একটি মাদ্রাসায় এতিম ও অসহায় ছাত্রদের মাঝে খাবার ও বস্ত্র বিতরণ এবং ব্যাংকের সকল সার্কেল সচিবালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ওইদিন বিকেলে জুম ওয়েবিনারে 'চির কিশোর শেখ

রাসেল এর জীবনালেখ্য' রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় পর্ষদের সদস্য মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, হোসাইন ঈমান আকন্দ, মো. আশেক এলাহী, উপমহাব্যবস্থাপক আতিকুর রহমান সিদ্দিকী, শিশির কান্তি দাশ, অফিসার সমিতি, কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় সকল পর্যায়ের নির্বাহী, শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল এবং অগ্রণী ব্যাংক বিষয়ক তথ্যকণিকা উপস্থাপন করেন মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ।

সভায় বক্তারা শেখ রাসেল এর উদ্দীপনাময়ী জীবনালেখ্যর উপর আলোকপাতের পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে, দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কথা তুলে ধরেন।

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবনে শেখ রাসেল

অগ্রণী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নামাজ ঘরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মানবতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকদের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পাননি বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেল। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নরপিশাচরা নিষ্ঠুরভাবে তাকেও হত্যা করে। বেঁচে থাকলে আজ সেই শিশু রাসেল ৫৮ বছরে পা দিতেন। হতে পারতেন বাঙালি জাতির একজন মুক্তির দিশারি ও পথনির্দেশক। ১৭ অক্টোবর প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নামাজ ঘরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দেশব্যাপী অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের CSR-এর অর্থ বিতরণ

২৩ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটির বনরূপা শাখায় CSR-এর অর্থ বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম সার্কেল মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হোসেন। পাশে উপস্থিত আছেন অত্র শাখার ব্যবস্থাপক মুদ্রা চাকমা সহ অন্যান্যরা

দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষুধার্ত, বিপদগ্রস্ত, দরিদ্র, কর্মহীন, ছিন্নমূল, বস্তিবাসী ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে নিজস্ব সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) খাত থেকে অর্থ বিতরণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বিশেষ CSR কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা অগ্রণী ব্যাংকের ১১টি সার্কেলের ৩৬টি কর্পোরেট সহ মোট ৯৬০টি শাখার মাধ্যমে মহান বিজয়ের মাসে উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় প্রধান কার্যালয়ের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিভিশনের তত্বাবধানে দেশব্যাপী এ সকল জনগোষ্ঠীর নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সামগ্রী, চিকিৎসা ব্যায় ও জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় সহায়তাকল্পে এই নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিক নির্দেশনায় সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনের উদ্দেশ্যে সারাদেশে এই বিশেষ CSR কার্যক্রমের তত্বাবধান করেন মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক মো. সোলায়মান মোল্লা ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক নীলাঞ্জনা চাকমা।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করতে হবে : - মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে লালন করে দেশের অবহেলিত মানুষের জন্য কাজ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার কথাও জানান তিনি। ৩০ অক্টোবর ২০২১ মৌলভীবাজারে অগ্রণী ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে সিলেট সমিতি উত্তরা, ঢাকার পক্ষ থেকে মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্নার -এর রূপকার মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, জাতির পিতাকে জানতে হবে, তার সম্পর্কে স্টাডি করতে হবে। বঙ্গবন্ধু যেভাবে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নকে বুকে লালন করে আমাদের কাজ করতে হবে।

সিলেট সমিতি উত্তরা, ঢাকার পক্ষ থেকে মৌলভীবাজারে মাস্ক বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (রিকভারি) মো. আশেক এলাহী, সিলেট পশ্চিমের ডিজিএম ও অঞ্চল প্রধান মো. আব্দুল লতিফ, মৌলভীবাজার অঞ্চলের এজিএম ও অঞ্চল প্রধান রাশেদা আহমেদ স্বপ্না, সিলেট সমিতি উত্তরা, ঢাকা-র সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এনামুল কাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু, ইউপি চেয়ারম্যান মিলন বখ্‌ত, প্রভাতী ইন্সুরেন্সের এএমডি সানাউল ইসলাম সুয়েজ প্রমুখ। অতিথিরা শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদে মাস্ক বিতরণ করেন।

এর আগে ২৮ অক্টোবর তিনদিনের সফরে দাপ্তরিক কাজে সিলেট সফরে যান মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সফরের প্রথমদিন সন্ধ্যায় শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত খেলাপী ঋণ আদায় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ১০০ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিলেট সার্কেলের সকল অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি অংশনেন।

তিনি ২৯ অক্টোবর সকালে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সিলেট কর্তৃক আয়োজিত Working Capital Assessment and Loan Processing কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ওইদিন দুপুরে অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়নে দিরাই উপজেলাধীন তাড়লা উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ৩০ অক্টোবর অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সিলেট কর্তৃক আয়োজিত ডবন Based CIB Online Reporting কর্মশালার উদ্বোধন, অগ্রণী ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং সিলেটের খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিয়ে আয়োজিত মিট দ্য বরোয়ার -এ মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

ডকুমেন্ট পরীক্ষণ ব্যবস্থা উদ্বোধন

ব্যাংকিং সেক্টরে ডকুমেন্ট পরীক্ষণ ব্যবস্থা (ডিভিএস) উদ্বোধন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ১৬ নভেম্বর ২০২১ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এই ডিভিএস পদ্ধতির উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এর ২(৮) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ৪ ও ৩৫ (২০২১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / সংস্থার বার্ষিক বিক্রয়/টার্নওভার / আয় ৫কোটি টাকা বা মোট পরিসম্পদ ৩ কোটি টাকা বা শেয়ার- হোল্ডারদের ইক্যুইটি ব্যতীত মোট দায় ১ কোটি টাকা হলে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের বাৎসরিক ভাবে আইসিএবি-এর তালিকাভূক্ত নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করার পদ্ধতির সূচনা করা হয়।

এ পদ্ধতির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ঋণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সঠিক অডিট রিপোর্টের মাধ্যমে জালিয়াতি প্রতিরোধসহ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ডিভিএস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. রফিকুল ইসলাম, মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং উর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

যশোর অঞ্চলে ঋণ বিতরণ ও খেলাপী ঋণ আদায়

যশোর অঞ্চলে ঋণ বিতরণ ও খেলাপি ঋণ আদায়ের কর্মসূচিকে উদ্দীপ্ত করছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কোভিড -১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় করে চলেছে অগ্রণী ব্যাংক। এ লক্ষ্যে ২০ নভেম্বর ২০২১ যশোর অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত মিট দ্য কাস্টমার অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ ও খেলাপি ঋণ

আদায়ের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এ সময় তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৭৭জন গ্রাহকের মাঝে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ১৮ জন গ্রাহকের মাঝে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণের চেক প্রদান করেন। এছাড়াও ৪০জন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে ৭১ লক্ষ টাকার আদায়ের চেক গ্রহণ করেন। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সিএমএসএমই এর মতো ঋণ প্রদানের বিষয় উদ্ভাবনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সহজ প্রক্রিয়ায় এই ঋণ বিতরণ এবং কোন ধরনের গাফিলতি না হয় সেই বিষয়ে সতর্কতামূলক এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে তিনি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, খুলনা সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ, মহাব্যবস্থাপক (ঋণ) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মো. আশেক এলাহী (ঋণ আদায়) এবং খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের অঞ্চল প্রধানগণ। অনুষ্ঠানে খুলনা সার্কেলাধীন ৪ টি অঞ্চল যথা যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়ার শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে ১০০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

রাজশাহী বিভাগে ঋণ বিতরণ

করোনার মহামারীতে সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে সহজ প্রক্রিয়ায় ঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে অগ্রণী ব্যাংকের রাজশাহী সার্কেলাধীন রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ এবং পাবনা অঞ্চল। ২৬ নভেম্বর ২০২১ রাজশাহী সার্কেল আয়োজিত মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ ও খেলাপী ঋণ আদায় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩৩ জন গ্রাহকের মাঝে ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৩ জন গ্রাহকের মাঝে প্রবাসী ঘরে ফেরা ঋণ ৮ লক্ষ, ৭ জন কৃষি ঋণ গ্রাহকের মাঝে ৫ লক্ষ ২০ হাজার এবং ১জন গ্রাহককে নারী অগ্রণী খাতে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এসময় শ্রেণীকৃত ঋণ ৪২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এবং অবলোপনকৃত ঋণ হতে তাৎক্ষণিক ভাবে ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়। অনুষ্ঠানে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অংশগ্রহণকারী ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যাংকিং বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং অগ্রণী ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

রাজশাহী সার্কেলাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শামীম উদ্দিন আহমেদ, এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদ, উপমহাব্যবস্থাপক (রিকভারি) ভবেশ চাকমা প্রমুখ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও রাজশাহী সফরের শুরুতে এন.পি.এল ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দিনশেষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে চারটি অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে মোটিভেশনাল মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন এবং ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বার্ষিক সমাপনীকে সামনে রেখে অনাদায়ী ঋণ আদায়সহ সকল বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

বগুড়া অঞ্চলে প্রণোদনা ঋণ বিতরণ

করোনার প্রণোদনা ঋণের চেক বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব থেকে উত্তরণে সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বগুড়া অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ২৭ নভেম্বর বগুড়া অঞ্চল আয়োজিত মিট দ্যা বরোয়ার ও খেলাপী ঋণ আদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঋণের চেক বিতরণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি এ সময় সহজ প্রক্রিয়ায় প্রকাশ্যে সিএমএসএমই এর আওতাভুক্ত নতুন সাধারণ ঋণ ১৫ কোটি, সিএমএসএমই খাতে ১০ কোটি ২১ লক্ষ, নারী উদ্যোক্তা খাতে ২ কোটি ২০ লক্ষ, ১৪ জন কৃষককে কৃষি ঋণ ৬ লক্ষ এবং 'প্রবাসী ঘরে ফেরা ঋণ' ৩ লক্ষ টাকা সহ সকল ঋণের চেক গ্রাহকদের মাঝে হস্তান্তর করেন।

সভায় তাৎক্ষণিকভাবে ৮৪ হাজার টাকার খেলাপী ঋণ আদায় করা হয়। রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. শামীম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ড.মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও বাহারে আলম, বগুড়া অঞ্চল প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাক মো. শাহজাহান মিঞা, রিকভারি এন্ড এনপিএ ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক ভবেশ চাকমা, সিরাজগঞ্জ , নওগাঁ, জয়পুরহাটের অঞ্চল প্রধানসহ চারটি অঞ্চলের আমন্ত্রিত গ্রাহকবৃন্দ। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তাঁর ঘোষিত ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বার্ষিক সমাপনীকে সামনে রেখে অনাদায়ী ঋণ আদায়সহ সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ ধরনের মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আজাদ বাংলাদেশ জুট মিলের চেয়ারম্যান মো. আবুল কালাম আজাদ সহ সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কাহালু উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন সজল সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং টিএমএসএস -এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

কুমিল্লা অঞ্চলে প্রণোদনা ঋণ প্রদান

সরকার ঘোষিত করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িদের মাঝে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহজ প্রক্রিয়ায় সিএমএসএমই ঋণ প্রদান করছে অগ্রণী ব্যাংক। এই লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর ২০২১ কুমিল্লাস্থ ফান টাউন হলে মিট দ্যা ক্লায়েন্টস ও মিট দ্যা বরোয়ার এবং খেলাপী ঋণ আদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সুবিধা ভোগীদের ঋণের অর্থ তুলে দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। কুমিল্লা সার্কেল কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সিএমএসএমই -এর আওতাভুক্ত নতুন স্বাভাবিক ঋণ ২কোটি ২১লক্ষ, সিএমএসএমই খাতে ১৬কোটি ১০ লক্ষ, নারী উদ্যোক্তা খাতে ৪০ লক্ষ, কৃষি ঋণ ১ কোটি ১১ লক্ষ, দেশে ফেরত প্রবাসীদের ৭২ লক্ষ টাকাসহ সকল ঋণের চেক গ্রাহকদের মাঝে হস্তান্তর করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে খেলাপী ঋণ আদায় করেন। কুমিল্লা সার্কেল মহা-ব্যবস্থাপক মো. আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. হাবিবুর রহমান গাজী ও মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন (ক্রেডিট) ও মো. আশেক এলাহী (রিকভারি)। এসময় কুমিল্লা সার্কেলাধীন ৫টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান ও ১১৪ টি শাখার ব্যবস্থাপকসহ গ্রাহকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যবস্থাপনা

কুমিল্লা অঞ্চলে প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান

কর্তৃপক্ষ ঘোষিত ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তাবায়নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও অঞ্চলপ্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বার্ষিক সমাপনীকে সামনে রেখে অনাদায়ী ঋণ আদায়সহ সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ ধরনের মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সম্রাট ফ্লাওয়ার মিলস, সিলভার ডেভলপার, মিয়ামি রেষ্টুরেন্টের গ্রাহকবৃন্দ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রামে স্পট ঋণ বিতরণ

শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ আদায় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ১০০ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সার্কেলে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সার্কেল আয়োজিত হোটেল আগ্রাবাদের হল রুমে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। সভায় 'মিট দ্যা বরোয়ার' এবং 'মিট দ্যা ক্লায়েন্ট' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সার্কেলের অধীন বিভিন্ন শাখার প্রায় ৭০জন গ্রাহকের মধ্যে ১২ কোটি টাকার প্রণোদনা ও অন্যান্য ঋণ তাৎক্ষণিক-ভাবে (স্পট) বিতরণ করা হয়। একইসাথে ১০ জন গ্রাহকের কাছ থেকে খেলাপি ঋণ আদায় করা হয়।

চট্টগ্রাম সার্কেলের উপমহাব্যবস্থাপক আশীষ কুমার মুহুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মো. মোজাম্মেল হোসেন (চট্টগ্রাম সার্কেল), রিকভারি অ্যান্ড এনপিএলএম ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক ভবেশ চাকমা প্রমুখ।

এসময় মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, মহামারি করোনা পরিস্থিতির প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক উত্তরণে অগ্রণী ব্যাংক সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি প্রণোদনার ঋণ যথাযথভাবে সঠিক গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে অগ্রণী ব্যাংকের কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। বিতরণকৃত ঋণের টাকা যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় এবং যথাসময়ে পরিশোধ হয়, সে ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

সিলেটের তামাবিলের গ্রাহকদের মাঝে যানবাহন ঋণ বিতরণ

তামাবিল শাখার গ্রাহকদেরকে যানবাহন ক্রয় ঋণ বিতরণে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

সিলেটের তামাবিলে চাকুরিজীবি ও ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মাঝে যানবাহন ক্রয় ঋণ বিতরণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক, তামাবিল শাখা। ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তামাবিল শাখা আয়োজিত ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন এমডি ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সিলেট পশ্চিম অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মো. আশেক এলাহী (ঋণ আদায়) ও রুবানা পারভীন (সিলেট সার্কেল), তামাবিল চুনাপাথর ও কয়লা আমদানীকারক গ্রুপের সভাপতি মো. লিয়াকত আলী এবং তামাবিল শাখার ব্যবস্থাপক মো. আশরাফুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, এখন থেকে চাকুরিজীবি ও ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকল্পে ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে প্রয়োজ-নীয় অর্থের যোগান দেবে অগ্রণী ব্যাংক। তামাবিলের গ্রাহকদের মাঝে প্রথম যানবাহন ক্রয় ঋণ প্রদানের ধারাবাহিকতায় মানুষের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে আসবে সরকারি মালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংক। ঋণ প্রদানের অর্পিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন থেকে গ্রাহকেরা আরও দ্রুত ব্যাংকের সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন। সিলেট অঞ্চলে ঋণ প্রদান আরো বৃদ্ধি পেলে এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও গ্রাহকেরা বেশি উপকৃত হবেন। যানবাহন ক্রয় ঋণ যাতে আরো ব্যাপকভাবে গ্রাহকেরা পেতে পারে এবিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দেন।

তামাবিল শাখার এক গ্রাহককে যানবাহন ক্রয় ঋণের স্মারক চাবি হস্তান্তর

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

আইবিবি-র প্রশাসন ও অর্থ কমিটির সভা

আইবিবি-এর প্রশাসন ও অর্থ কমিটির সভায় অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) এর প্রশাসন ও অর্থ কমিটির ৫৮ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান ও অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় কমিটির সদস্য আনসার - ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোসাদ্দেক- উল - আলম, বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কাজী আলমগীর, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.আফজাল করিম, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী, আইএফআইসি ব্যাংকের শাহ আলম সারওয়ার, যমুনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমদ, আইবিবি-র মহাসচিব লাইলা বিলকিস আরা সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইবিবি-কে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশাসন ও অর্থ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বরিশাল সার্কেলে কৃষি ঋণ বিতরণ

সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় পর্যায়ে করোনার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহজ প্রক্রিয়ায় বরিশালে সিএমএসএমই এবং কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ বরিশাল সার্কেল আয়োজিত বরিশাল ক্লাবের গোলাম মাওলা কনফারেন্স হলে চলতি মূলধন ঋণ, সিএমএসএমই ঋণ, কৃষি ঋণ, প্রবাসীর ঘরে ফেরা ঋণ, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের অর্থের চেক বিতরণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় সম্ভাব্য নতুন গ্রাহকদের নিয়ে মিট দ্য ক্লায়েন্টস এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিয়ে মিট দ্য বরোয়ার এবং অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে যৌথ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সহজ প্রক্রিয়ায় এসএমই -এর আওতাভুক্ত নতুন স্বাভাবিক ঋণ ৬৬ লক্ষ, সিএমএসএমই খাতে ৯৫৬ লক্ষ, কৃষি ঋণ ৫৪.৬০ লক্ষ, প্রবাসীদের ঘরে ফেরা ঋণ ১৬ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে ৬৪.৫৫ লক্ষ টাকার খেলাপী ঋণ আদায় করা হয় । বরিশাল সার্কেল মহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান

বরিশাল সার্কেলে ঋণের চেক বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গাজী, মহাব্যবস্থাপক ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন (ক্রেডিট) ও মো. আশেক এলাহী (রিকভারি), বরিশাল সার্কেলাধীন ৪টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান ও ৬২টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকসহ গ্রাহকবৃন্দ। সভায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঘোষিত ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বার্ষিক সমাপনীকে সামনে রেখে অনাদায়ী ঋণ আদায় সহ সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সাধারণ গ্রাহক , নারী উদ্যোক্তাসহ মেসার্স আবদুল লতিফ খান, মেসার্স লেলিন কুন্ডু, মেসার্স বেস্ট ব্রিকস এর গ্রাহকবৃন্দ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

দু'টি নতুন শাখার উদ্বোধন

আগারগাঁওয়ে পরিবেশ ভবন শাখা

অগ্রণী ব্যাংকের নবগঠিত পরিবেশ ভবন শাখা

ঢাকা পশ্চিম অঞ্চলাধীন অগ্রণী ব্যাংকের পরিবেশ ভবন শাখার কার্যক্রম ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ২৩ ডিসেম্বর প্ল্যানিং কো - অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের পত্র নং পিসিএমডি/নতুন শাখা/১৫৫/২০২১ মোতাবেক এক সার্কুলারের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। এখন থেকে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পরিবেশ ভবন শাখার কোড নং ১১১৩-০ এবং ই-মেইল নং br11130@bangla.net এ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা হবে বলে উক্ত সার্কুলারে জানানো হয়। এ কার্যক্রম শুরু করার ফলে অগ্রণী ব্যাংকের সর্বমোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৬১টি।

যশোর মেডিকেল কলেজ শাখা

নবগঠিত যশোর মেডিকেল কলেজ শাখা

যশোর অঞ্চলাধীন অগ্রণী ব্যাংকের যশোর মেডিকেল কলেজ শাখার কার্যক্রম ১৯ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ২৩ ডিসেম্বর প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের পত্র নং পিসিএমডি/নতুন শাখা/১৫৬/২০২১ সার্কুলারের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। এখন থেকে যশোর সদরে পৌরসভার শংকরপুর, ইসহাকপুর সড়কে অবস্থিত যশোর মেডিকেল কলেজ শাখার কোড নং ১১১৫-৬ এবং ই-মেইল br11156@bangla.net এ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা হবে বলে উক্ত সার্কুলারে জানানো হয়। এ কার্যক্রম শুরু করার ফলে অগ্রণী ব্যাংকের সর্বমোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৬২টি।

ঢাকার নিকেতনে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

গুলশানের নিকেতন বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের উদ্বোধন

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং। গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর গুলশান নিকেতন বাজারে একটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাবিবুর রহমান, দুয়ার সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আহমদ রসূল, উপ - ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. কামরুজ্জামান, অগ্রণী ব্যাংকের উপ - মহাব্যবস্থাপক (আইটি) মু. আফজাল হোসেন, নাবা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নিজাম উদ্দিন প্রমুখ। অতিথিগণ নতুন এই এজেন্ট আউটলেটের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সফলতা এবং বর্তমান ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সভা ও সম্মেলন

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা
অগ্রণী ব্যাংকের সম্পদ বেড়েছে ২৮ শতাংশ

ওয়েবিনারে অগ্রণী ব্যাংকের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংকের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৪ অক্টোবর ২০২১ ওয়েবিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মফিজ উদ্দীন আহমেদ, কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, তানজিনা ইসমাইল, মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ, পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক একেএম ফজলুর রহমান, সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা এবং অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। সভায় ২০২০ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদিত হয়। এছাড়া ২০২১ সালের জন্য ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে এ কাশেম এন্ড কোং এবং মেসার্স মশিহ মুহিত হক এন্ড কোং ফার্মদ্বয়ের নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ২০২০ সালে ব্যাংকের সাফল্যগাঁথা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরেন। অগ্রণী ব্যাংকের বর্তমান আমানত লাখ কোটি টাকা ক্লাবের মাইলফলক অতিক্রম করা, পদ্মা সেতুতে বৈদেশিক মুদ্রার একক যোগানদাতা, রেমিট্যান্স আহরণে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, সবুজ অর্থায়নে শীর্ষে অবস্থান করা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নেও ব্যাংক শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখার বিষয়ে তিনি বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট সম্পদ ২০১৯ সালের তুলনায় ২৩ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা বা ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৯ হাজার ৩১০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের মোট সম্পদের মধ্যে সুদবাহী সম্পদের পরিমাণ ৫৯ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা যা মোট সম্পদের ৫৫ শতাংশ। ২০২০ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ৯৪৪ কোটি টাকায় যা ২০১৯ সালে ছিল ৪৬ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। ২০২০ সালে ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে নিয়মিত ঋণের পরিমাণ ৮৮ শতাংশ যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ বছরে ঋণ-আমানত অনুপাত ছিল ৫৬.৩৪ শতাংশ। ২০১৯ সালে আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৯ হাজার ২২৪ কোটি টাকা যা ২০২০ সালে ২২ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ হাজার ১৯৯ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ঘটে ৩৩ শতাংশ। ২০২০ সালে শেয়ারহোল্ডার ইক্যুইটির পরিমাণ ৪ হাজার ২০৭ কোটি টাকা। চলতি বছরের রিটার্ন অন ইক্যুইটি হল ১.৪৯ শতাংশ। ২০২০ সালে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৭৪৩ কোটি টাকা এবং মোট পরিচালন আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫০১ কোটি টাকায়।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় এ বছরেও রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান এবং সকল ব্যাংক সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংক ২১ হাজার ১৪ কোটি টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে যা ২০১৯ সালের তুলনায় ৬ হাজার ১৫১ টাকা বা ৪১ শতাংশ বেশি। ২০২০ সালে মোট আমদানির পরিমাণ ২৪ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ১০ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকা। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অগ্রণী ব্যাংক শ্রেণীকৃত ঋণের লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে।

২০২০ সালে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩ শতাংশ কমে ৬ হাজার ৪৭২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে যা ২০১৯ সালে ছিল ৬ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা। মোট ঋণ ও অগ্রিমের তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১২.৪৬ শতাংশ যা ২০১৯ সালে ১৪.২৬ শতাংশ ছিল। ২০২০ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আদায় করেছে ৯৪৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে নগদ আদায়ের পরিমাণ ছিল ২১৮ কোটি টাকা এবং অবলোপনকৃত ঋণ হতে ৪৯ কোটি টাকা।

সভায় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। ভার্চু-

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৮২তম পর্ষদ সভা

জুম ওয়েবিনারে অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৮২তম পর্ষদ সভা

অগ্রণী ব্যাংকের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৮২তম পর্ষদ সভা ১২ অক্টোবর জুম ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর সভাপতিত্বে সভায় সংযুক্ত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক মফিজ উদ্দীন আহমেদ, পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, সরকারের উপ-সচিব মো. জেহাদ উদ্দিন, কোম্পানির পরিচালক একেএম দে-লোয়ার হোসেন এফসিএমএ, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ এফসিএমএ, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সিইও উপমহাব্যবস্থাপক অরুন্ধতী মন্ডল ও কোম্পানি সচিব মো. তারিকুল ইসলাম। সভায় পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোম্পানিটির ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দিনাজপুরে শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

দিনাজপুরে শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দিনাজপুর অঞ্চলের মিট দ্যা বরোয়ার ও শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নভেম্বর ২০২১ দিনাজপুরস্থ একটি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। দিনাজপুরের অঞ্চল প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক শাহনাজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মিট দ্যা বরোয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলম, সার্কেলাধীন রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চল প্রধানগণ, দিনাজপুর অঞ্চলের ১৭ টি শাখার ব্যবস্থাপকগণ। বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন, গ্রাহক আক্তারুল ইসলাম, রজত বসাক, মাহফুজার রহমান বাবু এবং নারী উদ্যোক্তা সেলিনা হক প্রমুখ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গ্রাহকগণের সাথে মতবিনিময় শেষে দিনাজপুরের ব্যবসা - বাণিজ্য সম্প্রসারণে অগ্রণী ব্যাংকের ভূমিকার কথা তুলে ধরে তাদের কে এ ব্যাংকের আরও বেশি সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বিরল স্থলবন্দরে ও প্রস্তাবিত দিনাজপুর হাইটেক পার্কে শাখা স্থাপনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন এবং সবসময় এ অঞ্চলের গ্রাহকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

মতবিনিময় সভা শেষে দিনাজপুর অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপকগণের সাথে ব্যাংকের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শাখা ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সেতাবগঞ্জ শাখার মো. জাহাঙ্গীর আলম, হাকিমপুর শাখার মো. আফতাবুজ্জামান, ফুলবাড়ি শাখার সমীর কুমার সরকার, স্টেশন রোড শাখার মো. মনোয়ারুল কাদির ও মালদহপট্টি শাখার মো. মশিউর রহমান। অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক ভাবে দীর্ঘদিনের শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে ১১.০৮ লক্ষ টাকা আদায় হয়। সভায় অঞ্চলের সর্বস্তরের কর্মকর্তা - কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

পদোন্নতি

অগ্রণী ব্যাংকের ৩জন নতুন ডিএমডি

মো. হাবিবুর রহমান গাজী

মো. আনোয়ারুল ইসলাম

মো. মনিরুল ইসলাম

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ২১ জন মহাব্যবস্থাপককে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলামকে অগ্রণী ব্যাংকে পদায়ন করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে মো. হাবিবুর রহমান গাজী জনতা ব্যাংকে এবং মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন। ৩ নভেম্বর প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অগ্রণী ব্যাংক পরিবারের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত ডিএমডিদের কে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

জিএম পদে ২জনের পদোন্নতি

রুবানা পারভীন

মোহম্মদ ফজলুল করিম

ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের ডিজিএম রুবানা পারভীন এবং প্রধান শাখার মোহম্মদ ফজলুল করিম মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ২৪ অক্টোবর ও ৪ নভেম্বর অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই নির্বাহীদ্বয়কে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতি লাভের দিনেই রুবানা পারভীনকে সিলেট সার্কেলের জিএম এবং মোহম্মদ ফজলুল করিমকে প্রধান শাখায় পদায়ন করা হয়।

বিভিন্ন গ্রেডে ৪২৭ কর্মকর্তার পদোন্নতি

বিভিন্ন গ্রেডে ব্যাংকের ৩৮৭ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি লাভ করেছেন। ১৪ অক্টোবর ৯৯ জন, ৩১ অক্টোবর ১১জন, ১ ডিসেম্বর ৭জন, ৩০ ডিসেম্বর ১৩ জন প্রিন্সিপাল অফিসার হতে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ২৪ অক্টোবর ১৩৮ জন, ৩১ অক্টোবর ১২ জন, ১ ডিসেম্বর ১৪ জন, ৩০ ডিসেম্বর ১৩জন সিনিয়র অফিসার হতে প্রিন্সিপাল অফিসার, ২ নভেম্বর ১০৮জন ও ১ ডিসেম্বর ৫ জন এবং ৩০ ডিসেম্বর ৭ জন অফিসার / অফিসার (ক্যাশ) হতে সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তাদের প্রত্যেককে নতুন কর্মস্থলে পদায়নও করা হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রেডের ২৫৬জন কর্মচারীর পদোন্নতি

অগ্রণী ব্যাংকে বিভিন্ন গ্রেডে ১০৩ জন কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছেন। ৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ৫৪ জন এ্যাটর্নী এসিস্ট্যান্ট হতে অফিসার, ৫০ জন ইউডিএ হতে এ্যাটর্নী এসিস্ট্যান্ট ২ জন এলডিএ হতে ইউডিএ, ১৬ নভেম্বর ১৫০ জন সিএলডিএ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তারা সকলেই একই সাথে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন পেয়েছেন।

ডিজিএম পদে ৭জনের পদোন্নতি

অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৩১ অক্টোবর ২জন এবং ১ ডিসেম্বর ১জন, ৩০ ডিসেম্বর ৪জন সহ মোট ৭জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন ইকবাল কবীর আকন্দ (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-২), মো. আবদুর রহমান (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১), মো. মোখলেছুর রহমান (ট্রেজারি ডিভিশন), ফেরদৌস আহম্মদ (গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. আবু বককর সিদ্দিক (প্রধান শাখা), মো. সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা), মো. আবদুল মান্নান (সাহেববাজার কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী)।

এজিএম পদে ২১জনের পদোন্নতি

৪ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১ জন, ২৮ অক্টোবর ১জন, ৩১ অক্টোবর ৫জন, ১ ডিসেম্বর ২ জন এবং ২ ডিসেম্বর ১ জন, ৯ ডিসেম্বর ১ জন, ২৩ ডিসেম্বর ১ জন, ৩০ ডিসেম্বর ৯জন সহ মোট ২১ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। এইচআরপি--ডিওডি এর মহাব্যবস্থাপক মো. আখতারুল আলম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে পদোন্নতি প্রাপ্তরা হলেন মো. মোসলেম আলী (রিকনসিলিয়েশন ডিভিশন), বেগম সামসী আরা (আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল), সাফায়েত মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (মালিবাগ শাখা), মো. রাশিদুল ইসলাম (কার্ড ডিভিশন), মো. মাসুম হাসান (অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন, বহি.), মোহাম্মদ নাজমুল হুদা (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-২), মো. মনিরুজ্জামান খান (ওয়াসা কর্পোরেট শাখা), এরশাদ আলম ভুঁঞা (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, কুমিল্লা সার্কেল), একেএম সাইফুল ইসলাম (মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. নিজাম উদ্দিন (জাতীয় প্রেসক্লাব কর্পোরেট শাখা), সাঈদ আহমেদ (ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড এমআইএস ডিভিশন), মো. আবদুল হালিম আকন্দ (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, বরিশাল সার্কেল), তাপস কুমার সাহা (চান্দিনা শাখা, কুমিল্লা), মো. নুরনবী কবির (আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন), শাহনাজ আক্তার (বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা), রওশন আরা বেগম (সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশন), মো. ফরিদ হাসান (মুন্সিগঞ্জ শাখা), অনির্বান সরকার (এইচআর প্লানিং, ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশনস ডিভিশন (পিডি), আব্দুল মালেক শিকদার (আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা), মো. রেজাউর রহমান (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন-১) এবং মো. ইমরান উল-কবীর (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন)।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

চুক্তি

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অগ্রণী ব্যাংকের নেতৃত্বে সর্ববৃহৎ সিন্ডিকেট ঋণ

সিন্ডিকেশন প্রজেক্ট লোন ফ্যাসিলিটিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিগণ

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ওরিয়ন গ্রুপের ২৫ বছর মেয়াদি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে সিন্ডিকেট ঋণ দিচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ১নভেম্বর ২০২১ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ওরিয়ন গ্রুপের কার্যালয়ে 'সিন্ডিকেশন প্রজেক্ট লোন ফ্যাসিলিটি এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিমসহ পরিচালকগণ। ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিমিটেডের এই প্রকল্পটিতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৬২২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। এ ব্যয়ের বিপরীতে সিন্ডিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রার ফান্ডেড ঋণ ও নন-ফান্ডেড সুবিধার আওতায় এসবি এলসি ইস্যুসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক-ঋণের মাধ্যমে মোট ৭ হাজার ৪৯৭ কোটি ৯৪ লাখ টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হবে। এ তহবিল সংগ্রহে লিড অ্যারেঞ্জার অগ্রণী ব্যাংক এবং সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে রয়েছে জনতা ব্যাংক।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক মো. সামছুল হক সহ জনতা ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তা এবং ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। আশা করা হচ্ছে যে, প্রকল্পটি থেকে ২০২৩ সালের জুলাই নাগাদ ৬৩৫ মেগাওয়াট (নেট) বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হবে।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর ও মানিগ্রাম-এর মধ্যে চুক্তি

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর থেকে মানিগ্রাম-এর মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও উত্তোলন বিষয়ে ভার্চুয়াল সভা

বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের সাথে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও উত্তোলনে সিঙ্গাপুর-স্থ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং মানিগ্রাম ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে ৫ ডিসেম্বর ২০২১ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক এবং মানিগ্রামের মাধ্যমে সফলভাবে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও উত্তোলন বিষয়ে ৭ ডিসেম্বর এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে অগ্রণী ব্যাংক এবং মানিগ্রামের এ ধরনের চুক্তি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক রেজাউল করিম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক শ্যামল চন্দ্র মহোত্তম, মানিগ্রাম ইন্ট্যারন্যাশনালের হেড অব সাউথ এশিয়া এন্ড এশিয়া প্যাসিফিক রিজ সোহেল আহমেদ ও রিজিওনাল হেড অব নর্থ

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

ট্রেনিং ও কর্মশালা

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) ভার্চুয়ালভাবেঅক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৪৯টি কোর্সের ওপর কর্মশালার আয়োজন করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিকনির্দেশনায় ও এবিটিআই - এর উপমহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক সুপ্রভা সাঈদের তত্ত্বাবধানে কর্মশালাগুলোতে প্রধান কার্যালয়, সার্কেল, আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার ২ হাজার ৯০৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবেঅংশনেন। জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ কর্মশালাগুলোর উল্লেখযোগ্য কোর্সগুলোর মধ্যে রয়েছে Entrepreneurship Development and CMSME loan Management, Islamic Banking and It's Operation, NPL Management : A Case Based Analysis, Suit Management, Working Capital Assessment And Loan Processing, Credit Policy and Credit Risk Management, Loan Documentation and Preservation, Annul Performance Agreement, Development of Foreign Trade, Ettiquete Manner and Corporate Culture, Refreshers Training on AML CFT for BAMLCO, Promoting Ethical Issues, NIS and Good Governance, ইত্যাদি। কর্মশালাগুলোতে অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদ চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও থেকে শুরু করে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহীগণ রিসোর্স পারসন হিসেবেঅংশগ্রহণ করেন। সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ এবিটিআই - এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালাগুলোর সেশন পরিচালনা, সঞ্চালনা ও সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করেন।

Agrani Bank Limited
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Committed to serving the nation

রংপুরে সিআইবি অনলাইন রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রংপুরে সিআইবি অনলাইন রিপোর্টিং কর্মশালায় বক্তব্যরত এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রংপুর কর্তৃক আয়োজিত ওয়েব বেজড সিআইবি অনলাইন রিপোর্টিং শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। রংপুর সার্কেলের সহকারি মহাব্যবস্থাপক মো.আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহরে আলম এবং প্রধান কার্যালয়ের আইটি অ্যান্ড এমআইএস ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক শাহীনুর বেগম। কর্মশালায় মোট ৫০ জন ঋণ বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন।

খুলনায় কর্মশালা

খুলনায় এবিটিআই আয়োজিত এনপিএল ম্যানেজমেন্ট: এ কেইস বেইজড অ্যানালাইসিস শীর্ষক কর্মশালায় অতিথিগণ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) আয়োজিত ১৯ নভেম্বর ২০২১ খুলনায় এনপিএল ম্যানেজমেন্ট:এ কেইস বেইজড অ্যানালাইসিস শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবেউপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর আবু ফারাহ মো. নাসের।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পর্যবেক্ষক একেএম ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনার নির্বাহী পরিচালক এস এম হাসান রাজা, অগ্রণী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, খুলনা সার্কেল মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ, মহাব্যবস্থাপক (ঋণ) ড. আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মো. আশেক এলাহী (ঋণ আদায়) এবং খুলনা সার্কেলের উপমহাব্যবস্থাপক রোকসানা আরা হোসেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা ও সমন্বয় করেন এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপ- মহা ব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু ফারাহ মো. নাসের শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার একক অংকে নামিয়ে আনার পাশাপাশি সকল ব্যাংকের মধ্যে অগ্রণীর শীর্ষে থাকার জন্য সেবার মান উন্নয়নে আরো যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন। সভাপতির বক্তব্যে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম খেলাপী ঋণ আদায়ে এবং তার ঘোষিত ১০০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

শোক সংবাদ

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে দুর্ঘটনা এবং করোনা সহ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন ৮জন কর্মরত অগ্রণীয়ান। শ্রীপুর শাখা, মাগুরায় কর্মরত অফিসার (ক্যাশ) মো. উজ্জ্বল হোসেন ১৪ নভেম্বর অফিস থেকে মোটর সাইকেলযোগে নিজ বাসায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন)।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শাম-স্-উল ইসলাম বিভিন্ন সময় এসকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নিম্নে পরলোকগমনকৃতদের নামের তালিকা তাদের প্রয়াণের তারিখ ক্রমানুযায়ী মুদ্রিত।

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন যেসব কর্মরত অগ্রণীয়ান

নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১। মো. রফিক মিয়া	কেয়ারটেকার-১	বাঞ্ছারামপুর শাখা	০১.০৯.২০২১
২। শাহিনুর ইসলাম	অফিসার	বাসাবো শাখা, ঢাকা	০৩.০৯.২০২১
৩। মো. জাকির হোসেন,	অফিসার	রাজবাড়ী শাখা	৩০.০৯.২০২১
৪। মো. আলমগীর হোসেন ছৈয়াল	কেয়ারটেকার-১	ইসলামিক উইন্ডো, আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা	১১.১০.২০২১
৫। এ.এফ.এম নুরুল হুদা	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	চৌমুহনী শাখা, নোয়াখালী	১৬.১০.২০২১
৬। মো. উজ্জল হোসেন	অফিসার (ক্যাশ)	শ্রীপুর শাখা, মাগুরা	১৪.১১.২০২১
৭। মো. সোহরাব হোসেন	অফিসার	সোনারগাঁও রোড শাখা, ঢাকা	২৭.১১.২০২১
৮। এম এ মজিদ তালুকদার	ডিজিএম (পিআরএল)	ভিজিলেন্স ডিভিশন	০৫.১২.২০২১
৯। *মো. শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	কেয়ার টেকার-১	মোস্তফাপুর শাখা, মৌলভীবাজার	২৯.০৪.২০২১
১০। *মো. আব্দুল লতিফ	কেয়ারটেকার-১	প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিস ডিভিশন	০৭.০৭.২০২১
১১। *প্রদীপ কুমার দাস	কেয়ারটেকার-১	লালদিঘী শাখা	২৯.০৮.২০২১
১২। *মো. আবু জাহিদ	অফিসার	আঞ্চলিক কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	৩০.০৮.২০২১

*তারকা চিহ্নিত নামগুলোর রিপোর্টিং পরে এসেছে বলে ই-অগ্রণী দর্পণের বিগত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়নি।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চতুর্দশপদী কবিতা

বাংলাদেশ

- শাহনাজ রহমান মুক্তা

নিয়ত আমার হৃদয়ে যে আছে মিশে,
আমায় ব্যাকুল করে যার অপরূপ
নদীতট , কাশবন, ধানক্ষেত পাশে
দিগন্তের শ্যামল শোভা - যেন ধূপ
জ্বালানো সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ কুয়াশাতে মিশে
আবীর আলোয় সবুজের গাঢ় ছাপ।
স্নিগ্ধ সুষমায় রাঙা আলোয় সেজে
সে আমার মাতৃভূমি, নমস্য স্বরূপ।

বাংলাদেশ নাম তার, দেখেছি যার
অনন্য রূপমা, বেসেছি ভালো তারে-
বড় তো হয়েছি এই মাটির উপর,
যেন সে রেখেছে আমায় তার জঠরে।
মান যেন আমি রাখিতে পারি গো তার,
এ বিশ্বাস রাখি যেন মনের গভীরে।

সিনিয়র অফিসার (স্থপতি)
স্পেশাল স্টাডি সেল

স্মৃতিকথা

এক টুকরো মুক্তিযুদ্ধ

- এস এম আল-আমিন

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অনন্য ইতিহাস ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বীরত্বের মর্মস্পর্শী শত-সহস্র ঘটনার ভেতর দিয়ে গৌরবান্বিত আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়টি। বাঙালির প্রজন্মের পর প্রজন্মের অন্তহীন শক্তির উৎস মুক্তিযুদ্ধ। আজও সারাদেশে ছড়িয়ে আছে কত-না মুক্তিযোদ্ধা। আমি আমার বাবার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কিছু স্মৃতিচারণ করছি। আমার বাবা আব্দুস সাত্তার শিকদার তখন ফরিদপুর সদর উপজেলার মাধবদিয়া ময়েজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ১৫ বছর। ওই বছর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতনে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। আমার বাবা তখন টগবগে তরুণ। পাকিস্তানের এই নির্মমতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হতে থাকেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার পর বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবা স্কুলের মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেখে নিজের ভেতরে যুদ্ধযাত্রার অনুপ্রেরণা বোধ করেন। তখন তার স্কুলের শিক্ষকদেরও অনুপ্রেরণা পান। যোগ দেন মুক্তিসংগ্রামে। দেশ স্বাধীন করতে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। আমার দাদা আব্দুর রহমান শিকদার ও দাদী মালেকা বেগমও মুক্তিযুদ্ধে যেতে তাদের আদরের ছেলেকে কোন প্রকার বাঁধা দেননি বরং তারা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়াতেন। দাদী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। বাবা লুকিয়ে ভাত ও রুটির মধ্যে টিফিন কেরিয়ার করে বন্দুকের গুলি বহন করে স্থানীয় গ্রুপ কমান্ডারের হাতে পৌঁছে দিতেন। শত্রুদের দেশ থেকে তাড়ানোর জেদ চেপে গিয়েছিল তাঁর মনে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ৮ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন তিনি। বাবার গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন শহীদ কাজী সালাহউদ্দিন।

বাবার স্মৃতিতে উত্তাল একাত্তরের আগস্ট মাস। দেশে তখন টালমাটাল বর্ষা। তখনকার ঘটনাবলী তার নিজের জবানীতেই শোনা যাক: চারদিকে যুদ্ধ, আর যুদ্ধ। রাত হলেই ভারী মর্টার আর গ্রেনেডের শব্দ শোনা যায়। গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থ বাড়িতে শুরু হলো ডাকাতি। রাজাকার আর পাকিস্তানি-হানাদার বাহিনী মিলে নিরীহ গ্রামবাসীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যেত। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা মুক্তিযোদ্ধারাও গ্রামছাড়া হলাম। গ্রুপ কমান্ডার বেশ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রওনা হলেন। সাথে আমিও সঙ্গী হলাম। বাবার কাছে শোনা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাটাবলি তার নিজের ভাষায়: '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ৯ ডিসেম্বর কানাইপুরের করিমপুর ব্রীজের কাছে অবস্থানরত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দেখতে পেলাম পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা এগোতে থাকি। যুদ্ধের উন্মাদনায় আমরাও তখন বেপরোয়া হয়েছিলাম। হঠাৎ এক দুঃসংবাদে বাকরুদ্ধ হলাম।

শুনলাম, আমাদের কমান্ডার কাজী সালাহউদ্দিন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে তাঁর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। গ্রুপ কমান্ডার কাজী সালাহউদ্দিনকে একটি ঘরে বন্দী করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। আগুনে পুড়ে শহীদ হন কাজী সালাহউদ্দিন। ওই সময় গোলাগুলিতে আরও ৭-৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তখন আমি সহ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য জঙ্গলে ঢাকা ছোট ছোট খালের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। সেদিনের সেই ঘটনা, সেই কৌশলী যুদ্ধ আজও যখন আমার মনে পড়ে, তখন কষ্ট বোধ করি, গর্বেও বুকটা ভরে উঠে। এভাবে ৯ মাস সংগ্রাম শেষে উদিত হলো স্বাধীনতার সোনালি সূর্য। জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমি যখন স্কুলে পড়তাম, বাবার মুখে এরকম অনেক মুক্তিসংগ্রামের গল্প-কথা শুনেছি। তখন অত কিছু বুঝতাম না। গল্পের মতো মনে হলেও চোখে জল এসে যেত। ভেতরে-ভেতরে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি আমার শিশু মনে ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্ম নেয়। আমার বাবা এবং মুক্তিকামী বাঙালির ত্যাগ আমাদের এনে দিয়েছে স্বাধীনতা। দিয়েছে লাল-সবুজের পতাকা। এ রকম একজন গর্বিত বাবার সন্তান আমি। গর্ব এবং অহংকার করে বলতে পারি, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই গর্ব ও অহংকার নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। চাই দেশের কল্যাণে কাজ করতে। বাবার মতো সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে দেশকে ভালোবাসতে। আমার কাছে তিনি একজন ভীষণ সাহসী এবং নির্ভীক যোদ্ধা। একজন নায়ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার বীজ মন্ত্রে উজ্জীবিত স্বপ্নসারথিদের তিনিও একজন একথা ভাবতে গর্ববোধ করি। অনুপ্রানিত হই।

লেখক: অফিসার (ক্যাশ), স্পেশাল স্টাডি সেল।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নোবেল পুরষ্কার ২০২১

১৯০১ সালে প্রবর্তনের পর থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে মানবকল্যাণ মূলক অসাধারণ কাজ, অনন্যসাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয় ।

পদার্থবিজ্ঞান:		
সিউকুরো মানাবে জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিন আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ পাবেন পুরষ্কারের ১/৪অংশ জন্ম: ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১		পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনশীল তথ্য ভিত্তিক ভৌত মডেলিং এর মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতার সঠিক পূর্বাভাস দেবার পদ্ধতি তৈরীর জন্য এই দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। মানুষ কিভাবে পুরো ব্যাপারটি প্রভাবিত করে তা সফলভাবে বুঝতে আবহাওয়া ও জলবায়ুর 'হিউম্যান ফুটপ্রিন্ট' বের করে কার্যকারণ হিসেবে তার ফলাফল বের করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন।
ক্লাউস হ্যাসেলমান জার্মান সমুদ্রবিদ ও মডেলার পাবেন পুরষ্কারের ১/৪ অংশ ; জন্ম: ২৫ অক্টোবর ১৯৩১		
জর্জো পারিসি ইতালীয় তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী; পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক; জন্ম: ৪ আগস্ট,১৯৪৮		পারমাণবিক থেকে শুরু করে মহা-জাগতিক পরিসরে ভৌত ব্যবস্থায় বিকার ও বিচলনের পারস্পরিকতা আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।
রসায়ন:		
বেঞ্জামিন লিস্ট জার্মান রসায়নবিদ পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ১১ জানুয়ারী, ১৯৬৮		অপ্রতিসম জৈব অনুঘটক তৈরীর জন্য নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন এই দুই বিজ্ঞানী। অনুঘটকগুলো একইসাথে পরিবেশবান্ধব ও অর্থসাশ্রয়ী। তারা দেখিয়েছেন কিভাবে জৈব অনুঘটক দিয়ে বিভিন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব। এই সকল বিক্রিয়া ব্যবহার করে গবেষকগণ বিভিন্ন প্রকার ঔষধ থেকে শুরু করে সৌর কোষে শক্তি সঞ্চিত করে রাখা অনু পর্যন্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।
ডেভিড ডব্লিউ সি ম্যাকমিলান স্কটীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মার্কিন রসায়নবিদ পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ১৬ মার্চ, ১৯৬৮		
চিকিৎসাবিদ্যা:		
ডেভিড জুলিয়াস মার্কিন শারীরতত্ত্ববিদ পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ৪ নভেম্বর, ১৯৫৫		তাপমাত্রা চাপ ও স্পর্শের অনুভূতি গ্রাহক সংবেদী কোষ আবিষ্কারের জন্য এই দুইজনকে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয় ।
আর্দেম পাটাপোশিয়ান আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত লেবাননী-মার্কিন জীববিজ্ঞানী; পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ১৯৬৭		

সাহিত্য:		
আব্দুলরাজাক গুরনাহ তাঞ্জানীয় ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জন্ম: ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮		উপনিবেশিকতার প্রভাব এবং সাংস্কৃ--তিক টানাপোড়েন ও উপসাগরের পাড়গুলোতে শরণার্থীদের ভাগ্যের পরিণতির আপোষহীন এবং সহানুভূ--তিশীল চিত্রায়ণের জন্য তাকে নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয়।
শান্তি:		
মারিয়া রেসা ফিলিপিনো সাংবাদিক এবং লেখক পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ২ অক্টোবর, ১৯৬৩		স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তির পূর্বশর্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় আন্দোলন করার স্বীকৃতি হিসেবে এই দুই সাংবাদিককে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।
ডিমিত্রি মুরাতভ রাশিয়ান সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মী পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম:৩০ অক্টোবর,১৯৬১		
অর্থনীতি:		
ডেভিড কার্ড ডাচ-মার্কিন অর্থনীতিবিদ পাবেন পুরষ্কারের অর্ধেক জন্ম: ১৯৫৬		শ্রম অর্থনীতিতে অভিজ্ঞতামূলক অবদানের জন্য নোবেল পুরষ্কার অর্জন করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অভিবাসীদের জন্য মিয়ামি তে স্থানী-য়দের শ্রমবাজারে কোন প্রভাব পড়ে নি। তার গবেষণায় দেখা গেছে যে অর্থনীতিতে নতুন অভিবাসীদের প্রভাব ন্যূনতম।সামগ্রিক বেকারত্বের হারে অভিবাসীদের কোনো প্রভাব নেই।
খিডো ডব্লিউ ইমবেনজ ডাচ মার্কিন অর্থনীতিবিদ পাবেন পুরষ্কারের ৪/১ অংশ; জন্ম:৩সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩		একটি স্বত:স্ফূর্ত প্রাকৃতিক পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য ব্যাখ্যা করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, একদল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ অতিরিক্ত এক বছর বৃদ্ধি করা হলে (কিন্তু অন্যসব দলের জন্য নয়) সেই দলের প্রত্যেককে এটা প্রভাবিত করবে না। কিছু শিক্ষার্থী যেভাবেই হোক পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। তাদের জন্য শিক্ষার মূল্য প্রায়শই পুরো দলের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে না। সুতরাং, স্কুলে অতিরিক্ত বছরটির প্রভাব সম্পর্কে কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তারা এই পদ্ধতিগত সমস্যার সমাধান করেন, যা প্রাকৃতিক পরীক্ষা-নীরীক্ষা থেকে কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে তা দেখায়।
জশুয়া ডি. এংরিস্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ পাবেন পুরষ্কারের ৪/১ অংশ, জন্ম: ১৯৬০		

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

স্মৃতির আর্কাইভস

'অগ্রণী দর্পণ' নামে অগ্রণী ব্যাংকের একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের অভ্যন্তরে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পত্রিকাটি এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যাংকের অভ্যন্তরে পত্রিকাটির পাঠকপ্রিয়তা ছিল। সাদা-কালো মুদ্রিত দর্পণের সেই সব সংখ্যার স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু কিছু বিষয় তুলে আনা হচ্ছে ই-অগ্রণী দর্পণে। বর্তমান সংখ্যায় অগ্রণী দর্পণ এর ওই সময় প্রকাশিত দুটি ছবি পুনঃমুদ্রিত হল।

অগ্রণী ব্যাংক রাজশাহী অঞ্চলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ব্যাংকের কতিপয় কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বিজয় দিবসের পটভূমিতে লেখা একাংকিকা 'কুয়াশা ঢাকা আলো' মঞ্চস্থ হয়। নাটকের কলাকুশলীদের সাথে ফটোসেশনে রাজশাহী অঞ্চলের উপমহাব্যবস্থাপক ওয়াজেদ হোসেন।

ছবিটির উৎস: অগ্রণী দর্পণ্ জানুয়ারি ১৯৮২ সংখ্যা

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত অগ্রণী ব্যাংক ভবন। ছবিটির উৎস: অগ্রণী দর্পণ্ এপ্রিল ১৯৮২ সংখ্যা

ফটোগ্যালারি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের অধিক ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ১২ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে অগ্রণী ব্যাংকের এই সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ হস্তান্তর করছেন।

দেশব্যাপী অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের বিশেষ CSR-এর অর্থ বিতরণের অংশ হিসেবে১৫ ডিসেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামের লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখায় নগদ অর্থ বিতরণ করছেন শাখার উপমহাব্যবস্থাপক শিশির কান্তি দাস।

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

ধন্যবাদ